১২-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনও কারণেই কুল-কলঙ্কের নিমিত্ত হয়ো না যেন। হাজার বিপরীত পরিস্থিতিতেও স্ব-ধর্মকে বিসর্জন দিও না। বাবাকে যা যা কথা দিয়েছ - সর্বদাই যেন তা স্মরণে থাকে"

প্রশ্ন :- প্রতি পদক্ষেপেই বাচ্চাদেরকে কি এমন সতর্কতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন ?

উত্তর :- বাচ্চারা, যেখানে বাবার সামনে বচন দিয়েছো, শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞাও করেছো - যে কোনও পরিস্থিতিতেই তা পালন তো করতেই হবে। এই সতর্কতা থাকা খুবই জরুরী। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর কখনও কীচকের মতন উল্টো-পাল্টা কাজ করা চলবে না। তবুও যদি উল্টো-পাল্টা কাজ করো, ধর্মরাজ তখন তার পুরোপুরি হিসাব নেবে। মনমত বা পরমতে চলবে না মোটেই, প্রতি পদক্ষেপই যেন শ্রীমৎ অনুসারে হয়, অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে।

গীত :- তুমিই মাতা আবার
. পিতাও তুমি .....

ওঁম্ শান্তি! শিব ভগবান ওঁনার শালিগ্রাম-শিলা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। শালিগ্রাম বলা হয় আত্মাকে। বাচ্চারা (আত্মারা) -ও তা জানে, তাদের প্রকৃত পিতা পরমপিতা পরমাত্মা- যার নাম নিরাকার শিব। ব্যাবসায়ীরাও শিবকে "বিন্দু"-ই বলে। বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। যার অবস্থান দুই ভ্রুকুটীর মাঝখানে, উজ্জ্বল চকচকে আশ্চর্য এক তারা। এ তো গেল আত্মার পরিচয়। এই আত্মা ব্যাপারটার উপরেই নিশ্চয়তা আনতে হবে প্রথমে। আমাদের আত্মার পিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা উনিই নিয়ম করে আমাদের আত্মাকে পড়িয়ে থাকেন। অতএব শিব-ই আমাদের প্রকৃত পিতা। আর আমার প্রকৃত পরিচয় হলো আমি আত্মা। যদিও "রুদ্র" বললেও সেই একই নিরাকারকেই বোঝানো হয়। যা কেবল নামের তফাৎ মাত্র - আসলে কিন্তু সেই একজনকেই বোঝানো হয়, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি অসীম বেহদে অবস্থানকারী মনুষ্য সৃষ্টির সকল জীবাত্মাদের বীজরূপ, একমাত্র বাবা। এই নিরাকার বাবা আবার কথাও বলেন, কোনও সাকারী শরীরধারীর মাধ্যমে। বাচ্চারা, তোমরা যখন ওনার সামনে বসো, তখনই তোমাদের নেশার ঘোর শুরু হয়ে যায়। যেহেতু শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। (পরমাত্মা) বাবার নিজস্ব কোনও শরীর নেই। কিন্তু আত্মাধারী বাচ্চাদের নিজ-নিজ শরীর আছে আর নামও আছে। অথচ পরমাত্মার কেবলমাত্র একটাই নাম। সেটাই ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন বাবা- তিনিই নিরাকার শিব। উনিও শরীরধারী বাচ্চাদের মতনই মনুষ্য সৃষ্টিতে এসে কোনও বিশেষ শরীরে অবস্থান করে তাকে দত্তক বানান। এই জগতের বাচ্চারা তো বরাবরই সাকারী শরীরধারী। কিন্তু সম্পূর্ণ কল্পে বাবা কেবল একবারই এসে সেই বিশেষ শরীরে অবস্থান করে সাকারী হন, আর তা সঙ্গমযুগের এই বিশেষ সময়েই। এই বিশেষ সময়কালেই উনি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেন, বি.কে. বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য। ফলে সেই পঠন-পাঠন যেমন শুনতে পায় ব্রহ্মার আত্মা, তেমনি শুনতে পায় তোমাদের আত্মারাও। এই জ্ঞান যে যত ভালভাবে ধারণ করবে, বাবার প্রতি তার ভালবাসা ততই বাড়বে। কিন্তু যদি কেবল মুখ দেখাবার জন্য এখানে আসার কারণ হয়, তাতে ভালবাসা জন্মায় না মোটেই। তাই তো বাবা বলেন- তোমাদের মুখমণ্ডল যেন সদ্য ফোঁটা ফুলের

কুঁড়ির মতন হয়ে ওঠা উচিত। যেমন কোনও কন্যার পতির সাথে দেখা হবার পর বা নতুন গয়না-গাঁটিতে সাঁজার পর মুখমন্ডল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে-ঠিক তেমনি। বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু তেমনই এই জ্ঞান-রত্নের অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। অতএব তোমাদের খুশীর পারদও তেমনি চড়তে থাকা উচিত। এই বাবা কিন্তু তেমনি সাকার রূপে (বস্তুর অলংকারে) সাজিয়ে ফাঁসান না তোমাদের। এদিকে অন্যেরা নিজেরাই তো দেহ-অভিমানী, তাই তারা অন্যদেরকে সাকার রূপে ফাঁসাতে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা কেবল এক নিরাকার বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। বাবা বলছেন, ওহে আমার স্নেহের বাচ্চা আত্মারা, আমিই সেই পরম আত্মা, যিনি এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই জ্ঞানের পাঠই পড়াই। এছাড়া তোমাদের পড়াবোই বা কি প্রকারে! আর এভাবে তোমাদের পবিত্র বানাতে গেলে কারও না কারও শরীর তো অবশ্যই প্রয়োজন। তা কিন্তু অবিনাশী ড্রামায় চিত্রপটেও আছে। কোনও শরীর ছাড়া যে আমি আসতেই পারবো না তোমাদের সামনে। লোকেরাও যখন আত্মাকে কিছু খাওয়াতে চায়, তখন তারা কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেই ডাকে। তাতে ব্রাহ্মণের কিছুই লাভ বা ক্ষতি হয় না। আত্মা নিজেই তখন তার খবরা-খবর শোনায়। আর এসব কিছুই ঘটে সেই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। ড্রামার পটচিত্রে যা যা আছে, বাবাও তাই-তাই শোনায়। একেই বলা হয় "চিত্র" অর্থাৎ মৃতের আত্মা। আত্মাকেই "চিত্র" বলা হয়। যেহেতু আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহন করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো, এই বাবা জ্ঞানের-সাগর। যা কোনও জলের সাগরের প্রশ্ন নয় মোটেই।

দেহ-অভিমানে থাকতে থাকতে মানুষ নিজেরাই ময়লা-আবর্জনার মতন কত কালো-কুৎসিত হয়ে গেছে। এখন আবার তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে ধীরে ধীরে কত সুন্দর হচ্ছ। আত্মারাও পবিত্র হচ্ছে সাথে সাথে। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, সেই স্মরণের যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্মগুলিও দগ্ধ হতে থাকবে। ফলে পাপেরও বিনাশ হবে। তোমরা তো জেনেছো, মাম্মা-বাবাও কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন তাদের কর্মফলের হিসেব-নিকেশ মেটাবার জন্য। জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা ছিল তাদেরও মাথায়। এই অন্তিম জন্মেই হিসাব-নিকাষ মেটাবার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়, ক্রমিক অনুসারেই। বাচ্চারা, তোমরা তো রুদ্র-মালার ব্যাপারটা জানোই। যেমন ৮-এর মালা হয়, ১০৮-এর মালা আবার ১৬১০৮-এর মালাও হয়। আর প্রজা তো অগুনতি। এরা সবাই সেই রুদ্র-মালারই অংশ বিশেষ। সমগ্র দুনিয়াতে মোট যত আত্মা আছে, তারা সবাই এই রুদ্র-মালারই অংশ বিশেষ। যেহেতু সবাই তো সেই এক বাবারই বাচ্চা। সবাই একই কুলের তালিকাভুক্ত অর্থাৎ কল্প-বৃক্ষেরই অংশ বিশেষ। এইভাবে তা বৃদ্ধি হতে হতে যখন অনেক বড় হয়ে ওঠে, তখন পদবী ব্যাবস্থা শুরু হয়। সবই কিন্তু শ্রী শ্রী শিববাবারই মালা। বাবা আবার বলছেন - বাচ্চারা, পুরোপুরি দেহী-অভিমানী হয়ে লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে, বাবাকে স্মরণ করতে পারলে তবেই বিকর্ম দগ্ধ হবে। তা না করতে পারলে কর্মফলের উচিত শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে।

বাবা বার-বার বলতেই থাকেন- বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু বাবাকে ভুলে যেয়ো না যেন। কিন্তু মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়েই ছাড়ে। তারও উপায় জানান বাবা। বলেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের কাছে চার্ট রাখো, কত সময় ধরে তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করছো ? একবার আধা-ঘন্টা, পৌনে-ঘন্টা স্মরণ করার অভ্যাস শুরু তো করো, তারপর ধীরে ধীরে সেই অভ্যাস বাড়তেই থাকবে। তারপর

এমন স্থিতি বানাও, যাতে জীবনের শেষ সময়েও একমাত্র বাবাকেই স্মরণে আসে। এমন একাগ্রতার স্মরণে যারা থাকতে পারে, তারাই বিজয় মালার ৮-রত্নের মধ্যে আসতো পারে। যদিও তা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। তবুও যে যতটা করবে, সে ততটা তো পাবেই। জাগতিক সন্ন্যাসীরা প্রথমে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়, তারপর আবার ফিরে এসে অট্টলিকায় বাস করতে থাকে। বাস্তবে এটা কিন্তু সন্ন্যাসীদের নিয়ম নয়। উপরন্তু সেখানে আবার তাদের অনেক সুখ-সুবিধারও ব্যবস্থা থাকে। আর এখানে বাবা বাচ্চাদেরকে আলিঙ্গন করে, স্নেহ-ভরে আদর করে বলেন- ওহে আমার মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা যদি তোমরা ধনী থেকেও মহাধনী হতে চাও, তবে আগামী ভবিষ্যতের জন্য তেমন ধারায় পুরুষার্থ করো। বর্তমান দুনিয়ায় যা কিছু, স্থাবর-অস্থাবর, ধন-সম্পদ আছে, তা সবকিছুই তো মাটিতেই মিশে যাবে। কারও সম্পদ যাবে মাটির তলায়, কত প্রকারের এ্যক্সিডেন্ড, আগুন লাগার ঘটনা, এসব হতেই থাকবে চারিদিকে। হয়ত কোথাও এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়লো, চোরেরা লোকেদের মারধোর করে সবকিছু লুটে-পুটে নিয়ে পালালো। অনেকে আবার বোম্ ইত্যাদিতেও অনেকে মারা গেল, যা আজকাল নতুন আবিস্কার হয়েছে। একসাথে কত অনেক লোকের প্রাণ যায় এতে। যদিও এসব সদ্য আবিস্কৃত, কিন্তু শাস্ত্রে এরও উল্লেখ আছে। লাখপতি, কোটিপতি যাই হও না কেন, মরতে তো হবে সবাইকে। আমেরিকা এত সম্পদশালী ধনী দেশ, এই মৃত্যুলোকে যাকে স্বর্গ-রাজ্যের সাথে তুলনা করা চলে। তাও কিন্তু মৃগতৃষ্ণাসম মরীচিকা। তোমরা যেমন তা জানো, তারও তেমনটিই বোঝে - মৃত্যু যে সবার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান বলে অবশ্যই কিছু আছে। পরমপিতা পরমাত্মা এই ধরায় আসেন স্থাপনা আর বিনাশের কর্ম করাতে। যেহেতু একমাত্র তিনিই যে এসবের "করন-করাবনহার!" ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা ....., তোমরা যার সন্মুখে বসে আছো এখন। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমরা দাদু (শিববাবা)-র থেকেই প্রকৃত আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। জগতের একমাত্র এই শ্রেষ্ট মত, অতএব এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে, দেবতা হবার লক্ষ্যে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - বর্তমান দুনিয়ায় প্রত্যেকেই এক একজন দুর্যোধন আর দ্রোপদী। প্রবাদে তো আছেই, "যে ঘরে দ্রোপদীর বাস - সেখানে কীচকের উৎপাত।" বাস্তবে সবাই এখন দ্রোপদী। তা সে কুমারীই হোক বা মাতা - সবাই। এমন কি কন্যারা সেবায় যাবে, তাতেও কীচকেরা পিছু ছাড়ে না। আর তার সমাধানও উল্লেখ আছে শাস্ত্রে, ভীমেরাও থাকে কীচকদের বধ করার জন্য। কীচক অর্থাৎ একেবারেই নোংরা স্বভাবের, যে কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। তাই তো বাবা এসে এইসব দ্রোপদীদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন।কন্যাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কীচক ইত্যাদি এদের গল্পগাঁথা কিন্তু বর্তমান সময়ের জন্যই। তোমাদেরও উচিত সেরূপে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলা! বাবার কাছে আসার পরও যদি নিজেকে কীচক বানাও, তবে তো তা ভাবতেই পারবে না, ধর্মরাজ তোমার কি সঙ্গীণ অবস্থাই না করবে। তার সাক্ষাৎকারও হয়ত বাবা করিয়েছেন তোমাদের। কি ভয়ানক সাজা পেতে হয় এক্ষেত্রে। (ব্রহ্মা) শিববাবার কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন -উত্তরে বাবা বলছেন, সেই সাক্ষ্যাৎকার করতে চাইলে, তা সহ্য করার মতন শক্তি থাকাও দরকার। অবশ্য তার ফলে পুরোনো পাপের হিসাব-নিকাশও মিটে যায় তাতে। বাবা কারও কোনও হিসাব বাকী রেখে দেন না। তাই বাবা আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - কীচক অথবা দুর্যোধন যেন হয়ো না কোনও মতেই। এছাড়াও তো এমন বহু দৈত্যের নামও আছে, যেমন- কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। কংসের অর্থ বিকারী, যে নারীদের কেবল যন্ত্রনা দিতেই ব্যস্ত।

বাচ্চারা - তোমরা এখন ব্রহ্মার দত্তক সন্তান বি.কে. ব্রাহ্মণ হয়েছো- আগামীতে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। অতএব কোনও কারণেই যেন ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্ক না লাগে। তোমার কলঙ্ক লাগলে, পুরো

কুলের কলঙ্ক লাগবে। আর এমন কুল-কলঙ্কিনির মুখ দেখাও পাপ। তার মতন পাপী আত্মা দুনিয়ায় আর হয় না। যেখানে বেহেদর বাবা স্বয়ং এখানে আসেন তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানাতে, আর তোমরা কিনা তার থেকেই বিচ্ছেদ নিয়ে নাও ! এমন পাপীদেরকেই "অজামিল-পাপী" বলা হয়। যাই হোক্, অজামিলের মতন পাপীদেরকেও তো উদ্ধার হবে সেই বাবাকেই। অবশ্য সেই পাপের খুব কড়া শাস্তিও ভুগতে হয় তাদের, ফলে ব্যাধি-যন্ত্রনাও খুব ভুগতে হয় তাদেরকে। আত্মাও সাথে সাথে যথেষ্টই দুঃখ পায়। যেহেতু পরমপিতা পরমাত্মা যিনি বেহদের বাবা, তাকেই এভাবে দূরে ঠেলে দেয়। এদের মতন পাপী আত্মা আর কেউই হয় না দুনিয়াতে। বর্তমানের দুনিয়াটা বড়ই নোংরা। খুবই সাবধানে চলা উচিত। বাচ্চারা- প্রথমদিকে তোমরা যখন ভাট্টীতে থাকতে, তখন মাম্মা-বাবাকে কতই না সতর্ক থাকতে হতো। মায়াও যে খুবই প্রতাপশালী। তাই বাবা বলতেন- বাচ্চারা, তোমরা কি তেমন শক্তিশালী হতে পেরেছো, পবিত্রতা বজায় রেখে বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নিতে পারবে কি ? তোমরাও খুব বুদ্ধি সহকারে বাবাকে জানাও- "বাবা, আমরা যেখানে একবার তোমার বাচ্চা হয়েছি, সেখানে কোনও মতেই বাবার বদনাম হতে দেবো না।" বাবা-ও সেই প্রকার জানাচ্ছেন, উনি কত দূরদেশ থেকে এসে কতই না কষ্ট করেন, বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। এই অপবিত্র দুনিয়ায় এসে অপবিত্র শরীরকে আধার করতে হয়। এর পরেও যদি বাচ্চাদের কারণে বাবার কলঙ্ক লাগে, তখন তো কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হয়। একথা যেন বাচ্চারা মনে রাখে। এখানে প্রাপ্তিও তো অনেক। স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারে বাচ্চারা। কিন্তু জ্ঞান-মার্গে চলতে চলতে যদি কেউ বাবার হাত ছেড়ে দেয়, তখন সে একদম ধুলায় মিশে যায়। বাবার সন্মুখে থাকা সত্বেও মায়া তাকে নাক ধরে ঘোরাতে থাকে তখন। তাই তো এত সাবধান হতে হয়। বাবার বাচ্চা হয়ে, বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পরেও যদি তোমরা পবিত্র না হও, তখন খুব কড়া সাজা পেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হয়। একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই এই সুযোগ পাওয়া যায়, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করার।

শিববাবা বলছেন, বাচ্চরা, তোমরা বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা নিজেরা পবিত্র হয়ে, ভারতকেও স্বর্গ-রাজ্যের মতন পবিত্র বানাবে। আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো তো সবকিছুই শেষ। অতএব প্রাণ যায় তো যাক্, তবুও ধর্ম ছেড়ো না যেন। তেমনি প্রাণ গেলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ো না মোটেই। কথা দিয়ে তার অন্যথা করবে না কখনই। যেহেতু তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং ভগবানের সাথে। আর তার অন্যথা বা ভঙ্গ করলে ধর্মরাজের দ্বারা শাস্তিও যে পেতে হবে অনেক। প্রতি কর্মেরই ফলদাতা এই বাবা। দান-পুণ্যের ফলও যেমন দেন, তেমনি আবার পাপের শাস্তিও তিনিই দেন। সব কিছুরই করনকরাবনহার তিনিই। অতএব তোমাদেরও খুব সাবধানে থাকতে হবে। এখানে তো বাবার সামনে বসে আছো তোমরা, কিন্তু বাইরে বেড়োলেই তো হাঁস আর বক- একসাথেই থাকতে হয়। তাই বাবা জানাচ্ছেন, গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেও কাকা, মামা, মেসো, পিসা সবার সাথেই পারিবারিক সম্পর্ক রেখেও মনে মনে সেই এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। এখানকার রীতি-নীতি কোনও সাধারণ জাগতিক সৎসঙ্গের মতন নয়, যেখানে একত্রে অনেকে গিয়ে ভীড় করে। খ্রীষ্টান মিশনারীর ধর্ম-যাজকেরা মাত্র একবার ভাষণ দিয়েই কত লোককে তাদের ধর্মের অনুগামী বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এখানে তো তোমাদেরকে জীবিত থেকেই জীবন্মৃত হতে হয়, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়। দেহ-অভিমানের ভাবকে ছেড়ে নিজেকে কেবলমাত্র আত্মা ভাবতে হয়। এমনিতেই আত্মা পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়ে আছে বহুকাল .....! তাই (বাবাকে) দালালের রূপে এখন তোমরা সেই সদগুরুর সন্ধান পেয়েছো। উনি স্বয়ং

বলছেন, একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, উনিই ভব-সাগর পার করে তোমাদের জীবন তরী পৌঁছে দেবেন সঠিক ঠিকানায়। আর ওনার হাত ছাড়লে তো, একেবারেই শেষ হয়ে গেলে। তখন তুমি মহান-আত্মা থেকে পাপ-আত্মা হয়ে গেলে। এমন মহান পাপাত্মা যদি দেখতে চাও, তা এখানেই পাবে। বাবা তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাচ্চারা এমন পতিত কখনই হয়ো না। প্রকৃত পুণ্য আত্মাই হতে হবে তোমাদের। পাপের থেকে রেহাই তখনই পেতে পারো, যদি যোগের অভ্যাসের যোগী হয়ে থাকতে পারো। (মায়ার) বক্সিং থেকে নিজেকে সাবধানে রাখতে হবে। না হলে মায়া পিছন থেকে ঘুঁষি মেরেই কুপোকাৎ করে দেবে। মায়াকে হারাতে পারাটা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। সেও যে সন্ন্যাসীনি, তবে তমোপ্রধান। বাচ্চারা, তাই তোমদেরও খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যের মতে চলার অর্থই হলো নির্ঘাৎ মৃত্যু। অনেক বাচ্চা আবার বাবাকে লিখে জানায় - "বাবা, মায়াকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে, সে যেন আর উৎপাত না করে।" উত্তরে বাবা জানান- "না, তা কেন হবে, মায়াকে আমিই তো বলেছি, তোমাদের জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝার তুফান তুফান তুলতে, দুঃখ ও বিকর্মের পাহাড় তৈরী করে তার চূড়া থেকে ছুড়ে ফেলতে। খুব ভাল করে নাক রগড়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে। আর দেখ, সে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়েছে কি না ? একথা কখনই বলা যায় না, কৃপা করে ওদেরকে ক্ষমা করো, আশীর্বাদ করো। স্কুলের শিক্ষকেরা কারও প্রতি কোনও কৃপা করে কি ? শিক্ষকেরা কেবল পুঁথির পঠন-পাঠনের শিক্ষাদানই করে। আর এখানে তোমাদের হয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন। জ্ঞান-মার্গে অন্ধশ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই। যেহেতু এটা সাধারণ কোনও সৎসঙ্গ নয়। জ্ঞান-মার্গ হলো ঈশ্বরীয় সৎসঙ্গ। আচ্ছা!

মাতা-পিতা বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনুযায়ী তাদের পদের ক্রম অনুসারে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় বি.কে. সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছ, তা বজায় রাখতে হবে। কথা দিয়ে কখনও যেন ঘুরে যেও না। নিজের প্রতিশ্রুতির প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

২) নিজেকে এবং অপরকেও জ্ঞানের শৃঙ্গারে সাজিয়ে তুলতে হবে। দেহ-অভিমান ভাবে এসে কখনও নিজের সাকার শরীরে যেন ফেঁসে যেও না কিম্বা অপরকেও শরীরের ভাবে যেন ফাঁসিয়ো না।

বরদান :- প্রতিটি মুহূর্তেই নিজেকে সম্পূর্ণ অনুভব করে সদা নিরাপদ থেকে স্মৃতি ও সমর্থ স্বরূপ হও

ব্যাখ্যা :- কল্পের এই সঙ্গমযুগে বাপদাদার রত্ন-ভাণ্ডার থেকে যে অমূল্য সম্পদ পাওয়া যায়, তাতে নিজে পরিপূর্ণ হও। যতই জ্ঞান-রত্ন সম্পদের অধিকারী হতে পারবে, ততই শান্ত অবস্থা আসবে। জ্ঞান-রত্নে পরিপূর্ণ হতে পারলে আর অন্য কোনও স্থিতি তার আসেই না। তখন আর এমন শোনা যায় না যে, সহনশক্তি বা শান্তির শক্তি নেই, কিম্বা ক্রোধ এসে গেল বা আবেশ এসেছিল। এইসব শত্রুরা জোর করে আসে তখনই, যখন অসতর্কতা বা বুদ্ধির ঘরে ডবল তালা লাগে। এছাড়া, তুমি

যদি স্মরণের যোগ আর সেবার ডবল তালা লাগাতে পারো, স্মৃতি স্বরূপ থেকে সমর্থ হয়ে সদা নিরাপদে থাকতে পারবে।

স্লোগান :- বিশ্বের নব নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজের স্থিতিকে নির্মাণ-চিত্ত বানাও।

কীচকের মতো খারাপ দৃষ্টি - মহাভারতে বিরাট রাজার শ্যালক কীচক দ্রৌপদীর উপর কুদৃষ্টি রেখেছিল, পরিণাম স্বরূপ ভীমের হাতে সে বধ হয়েছিল।